আর্থিক লিপি
পোর্ট ব্লেয়ার, সোমবার, ৩০ এপ্রিল, ২০১৮
Port Blair, Monday, April 30, 2018
Arthik lipi, Page 3

পঞ্চায়েতে ভাল ফলের আশায় বিজেপি

আমরা লড়াই চালিয়ে যাব, সাফ জানালেন দিলীপ ঘোষ

স্টাফ রিপোর্টার: যত হুমকিই আসুক, ময়দান ছেড়ে যে বিজেপি পালিয়ে যাবে না, সেকথা আরও একবার স্পষ্ট করে দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। আগামী ১৪ মে পঞ্চায়েত নির্বাচন রাজ্যে। তার আগেই বেশ কয়েকটি জেলার জেলা পরিষদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় পেয়েছে রাজ্যের শাসকদল। অনেক গ্রাম পঞ্চায়েতেও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী তৃণমূল।

জোরজবরদস্তিতেই তৃণমূলের এই জয় বলে অভিযোগ গেরুয়া শিবিরের। মনোনয়ন প্রত্যাহারের দিন পেরিয়ে গেলেও বিভিন্ন জায়গায় বিজেপি কর্মীদের উপর হামলার ঘটনা ঘটছে বলেও অভিযোগ ৬ নং মুরলীধর সেন লেনের। ভোট পর্যন্ত এই পরিস্থিতি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বজায় থাকবে বলেই গেরুয়া শিবিরের আশঙ্কা। কিন্তু সন্ত্রাসের আবহেও বিজেপি ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যেতে রাজি নয়। কর্মীরা দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই চালিয়ে যাবেন বলেই দাবি পদ্ম শিবিরের। তাই যে সমস্ত আসনে প্রার্থী দেওয়া গেছে সেখানে ভাল করেই তৃণমূলকে মোকাবিলা করবে বলে দাবি তাদের।

বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের বক্তব্য, 'পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য যাতে বিজেপি কর্মীরা মনোনয়ন জমা দিতে না পারেন সেই ব্যবস্থা করেছিল তৃণমূল। বহু জায়গায় কর্মীদের উপর হামলা চলেছে, পার্টি অফিস ভেঙে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সাহসের সঙ্গেই তারা লড়াই করে গিয়েছেন। এখনও

তারা সাহসের সঙ্গেই লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।' তাঁর আরও বক্তব্য, 'যেভাবে মনের জোর নিয়ে কর্মীরা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন তাতে নিশ্চিত পঞ্চায়েত ভোটে আমরা ভালভাবে লড়াই করব।' তাঁর আশা, 'আমরা ভাল ফল করব।' পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। তাঁর মন্তব্য, 'কর্মীদের উপর আক্রমণ হলেও পুলিশ কোনও অভিযোগ নিতে নারাজ। পুলিশ নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলেছে।' তাঁর আরও মন্তব্য, 'তৃণমূল তাণ্ডব চালালে কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না পুলিশ। তারা পুরোপুরিও নিষ্ক্রিয় হচ্ছে না। তৃণমূলের আক্রমণকে প্রতিহত করতে গেলে পুলিশ বাধা দিচ্ছে। পুলিশ যদি পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় হত তা হলে আমরা কিছু করতে পারি।' তবে পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে বিজেপি ফের আইনি লড়াইয়ের দিকে যেতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে।

সূত্রের খবর, পঞ্চায়েত নিয়ে আজ আদালতে যেতে পারে বিজেপি। প্রথম যখন ভোটের বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছিল, তখন তিন দফায় ভোটের সূচি ঠিক করা হয়েছিল। এখন কেন এক দফায় ভোট করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, সেই প্রশ্ন তুলেই আজ হাইকোর্টে মামলা করতে পারে বিজেপি।

এদিন ভাগাড়ের মাংস কাণ্ড নিয়েও রাজ্য সরকারকে বিঁধতে ছাড়েননি বিজেপির রাজ্য সভাপতি। তাঁর অভিযোগ, 'ভাগাড়ের মাংস নিয়ে যা হচ্ছে তার সঙ্গে রাজনৈতিক ব্যক্তি থেকে শুরু করে প্রশাসনও জড়িত। এই মাংস বিদেশেও সরবরাহ করা হয়। রাজ্য সরকারের ব্যর্থতাই এই ঘটনার জন্য দায়ী।'

মাংসতে না, ছেলেমেয়ের স্বাস্থ্যের সঙ্গে আপসে রাজি নয় বাঙালি

সায়ন্তী অধিকারী

রবিবার দুপুর। ভাতের সঙ্গে মাংস ছাড়া কথাই নেই বাঙালির। বাড়িতে রান্না করা হলেও তাও ঠিক আছে কিন্তু রেস্তোরাতে মাংস খাওয়ার ঝুঁকি নিতে চাইছে না বাঙালি। মরা পশু নয় তো? এই প্রশ্ন ঘুরছে সবার মনে। ছেলেমেয়ের স্বাস্থ্যের সঙ্গে কোনও আপোস নয়। এমনই কথা চালাচালি হচ্ছে মা'য়েদের মুখে। ছাতা মাথায়, গরমে ঝলসাচ্ছে বাঙালি। আমের রস খেতে খেতেই হঠাৎ আলোচনার বিষয়বস্তু স্বাস্থ্য। মধ্যবয়স্কা এক মহিলা বলে উঠলেন, আজকাল যা দিন পড়ল কিছুই আর 'রিয়াল' নেই। সব ভেজাল। কি খাবো বলুন, সবেতেই সমস্যা। মাছ, সবজি, ডিম কোনটা বাচ্চাকে খাওয়াব এখন আবার সেই লিস্টে মাংসও এসে গেল। একই সঙ্গে তার পাশে থাকা অন্য এক মহিলা বলে উঠলেন, একদম ঠিক বলেছেন। কে জানে এতদিন ধরে কী খেয়ে গেলাম। তবে ছেলেমেয়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা করার সময় এসেছে। এরকম মনের অবস্থা এখন সব বাঙালির। বাজার থেকে কেটে আনা মাংসই একমাত্র উপায় বলেই মনে করছেন শহরের অধিকাংশ মানুষ। রোজ বাজারে যেতে পারেন না, লোকের উপর ভরসা যাদের কিংবা সকালে অফিস বেরোনোর পর রাস্তাতেই লাঞ্চ সারতে হয় যে সব মানুষকে তাদের কপালে চিন্তার ভাঁজ। এরকমই এক ব্যাক্তি যাকে রোজ সকালে বেরিয়ে লাঞ্চ, ডিনার বাইরেই সারতে হয় তেমন এক ব্যক্তি সন্তোষ ঘোষ। তাঁর সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, 'খুবই চিন্তায় রয়েছি। সাত সকালে বেরোতে হয়। বাড়িতে রান্না করার কেউ নেই। আমাদের মতো মানুষের ভরসা শুধুই বাইরের খাবার। আর তাতেই হাজার ভেজাল। কিছুই করার নেই হয়ত এইভাবে চলতে হবে।'

মাংস প্রিয় নয় এমন মানুষ খুবই কম রয়েছে। এমন অনেকেই আছেন যাদের তিন বেলা মাংসতে না নেই। বাচ্চাদের মধ্যে এরকম প্রভাব অনেক বেশি। আর রবিবার হলে তো কোনও কথাই নেই। বাবা-মায়ের হাত হতে রেস্টুরেন্ট ছিল যাদের ঠিকানা তারাও আজকাল ঘরমুখী হয়েছে। বাইরের মাংসতে একেবারেই না শহরের একাংশের মানুষের। এর জেরেই বিক্রি কমেছে শহরের রেস্তোরাঁগুলিতে। ছুটির দিন মানেই যেখানে মানুষের ভিড় উপচে পড়ত সেখানে হাতে গোনা লোক দেখা যাচ্ছে। তেমনই শহরের এক নামি রেস্টুরেন্টের ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, 'আগের থেকে বিক্রি খানিকটা কমেছে। তবে লোক একেবারে আসছে না তাও নয়। আসলে এক বিচ্ছিরি রকম আতঙ্ক ছড়িয়েছে মানুষের মধ্যে।' এর জেরে বিক্রি কমেছে মাংসের দোকানেও। শিয়ালদহ চত্বরে অসংখ্য রোল, চাউমিনের দোকান রয়েছে। আর সেইসব দোকানে মাংস যেত শিয়ালদহর মাংসের বাজার থেকে। মাংসের বাজারের এক বিক্রেতার সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, আগে প্রায় ১০০ কিলো মাংস যেত। আর এখন ৫০ কিলোও যাচ্ছে না। বিক্রি বেশ কমেছে। মূলত শিয়ালদহ অঞ্চলে যত রোল, চাউমিনের দোকান আছে সেখানেই মাংস সরবরাহ করি। আরও একজন বিক্রেতা বলেন, মাঝে একেবারেই বিক্রি কমে গেছিল তবে এখন কিছুটা বিক্রি হচ্ছে। তবে আতঙ্কের জেরেই মাংসের প্রতি বিমুখ বাঙালি। ভাগাড়ের মাংস নিয়ে গত এক সপ্তাহে যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে তা থেকেই মাংস মায়া ত্যাগ করেছে বাঙালি। এরকম করে ক'টা রবিবার মাংস থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখতে হবে তা নিয়ে সংকটে রয়েছে অনেকেই। স্বাভাবিকভাবেই এখনকার সময় স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতন প্রচুর বাঙালি। ডায়েট চার্টে তেল থেকে মাখন সবই প্রায় বাদ। আর বর্তমানে মাংস নিয়েও চিন্তার ভাঁজ বাঙালির কপালে।

রক্তাক্ত অবস্থায় কনস্টেবলকে উদ্ধার, চাঞ্চল্য কাশীপুরে

স্টাফ রিপোর্টার: পুলিশ কোয়ার্টার চত্বরেই রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার কনস্টেবল। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই রবিবার সকালে চাঞ্চল্য ছড়াল কাশীপুরে। আহত কনস্টেবলের নাম দুর্গাপ্রসাদ মিত্র। এদিন সকাল ১০টার কিছু পরে কাশীপুর পুলিশ লাইনের কোয়ার্টার চত্বরে রক্তাক্ত অবস্থায় দুর্গাপ্রসাদবাবুকে পড়ে থাকতে দেখা যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আহত কনস্টেবলের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। কলকাতা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চে কর্মরত দুর্গাপ্রসাদ মিত্র। জানা গিয়েছে, কাশীপুর পুলিশ লাইনের কোয়ার্টারের দোতলার ছাদ থেকে পড়ে গিয়েই গুরুতর জখম হন দুর্গাপ্রসাদ মিত্র। কিন্তু তিনি দোতলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছেন, না কি এটি নিছকই দুর্ঘটনা সেই নিয়ে তৈরি হয়েছে রহস্য। আর সেই রহস্য উন্মোচনেই তদন্তে নেমেছে পুলিশ। কাশীপুর পুলিশ লাইনের একটি দোতলা বাড়িতেই পুলিশ কর্মীরা থাকেন। সেই বাড়ির একটি ঘরেই থাকতেন কনস্টেবল দুর্গাপ্রসাদ মিত্র। কাশীপুর পুলিশ লাইনের অন্যান্য পুলিশ কর্মীরাই রক্তাক্ত অবস্থায় দুর্গাপ্রসাদবাবুকে পড়ে থাকতে দেখেন। এরপরেই তাঁকে উদ্ধার করে আর জি কর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হওয়ায় আহত কনস্টেবলকে শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, কলকাতা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের কনস্টেবলের অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক।

অকাল বোধন... ঢাকের তাল ও ধুনুচি নাচ। বৈশাখেই আগমনীর সুর শোভাবাজারের রাজবাড়িতে। এর এই আবহেই ট্রেলার লঞ্চ হয়ে গেল 'উমা'র। শনিবার সেই অনুষ্ঠানে ছবির মূল চরিত্র যীশু সেনগুপ্ত, সারা সহ পরিচালক সৃজিৎ মুখোপাধ্যায়। মঞ্চে নীলাঞ্জনা সেনগুপ্ত ও সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ছাত্র নিগ্রহের ঘটনায় গ্রেফতার শিক্ষিকা

স্টাফ রিপোর্টার: দমদমের সেন্ট স্টিফেন্স স্কুলের পঞ্চম শ্রেনির ছাত্র বছর দশেকের অংশুমান সমাদ্দারকে মারধরের ঘটনায় অভিযুক্ত শিক্ষিকা শুভ্রা পোদ্দারকে গ্রেফতার করল দমদম থানার পুলিশ। ঘটনা ঘটার তিন দিন পর তাঁকে গ্রেফতার করল পুলিশ।

রবিবার সকালে তাকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে ভয় দেখানো মারধরের মামলা রুজু করে তদন্ত করছে পুলিশ। এদিন অংশুমানের বাবা অজয় সমাদ্দার স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়ে দমদম থানায় ধরনায় বসবেন বলে জানিয়েছিলেন। ফলে অভিযুক্ত শিক্ষিকাকে গ্রেফতার করার চাপ বেড়েছিল পুলিশের উপর। ধরণা এড়াতেই তড়িঘড়ি অভিযুক্ত শিক্ষিকা শুভ্রাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাঁকে ঘুঘুডাঙা ফাঁড়িতে রাখা হয় এবং পুলিশের তরফ থেকে অজয়বাবুকে অনুরোধ করা হয় ধরনা তুলে নেওয়ার জন্য। শিক্ষিকা গ্রেফতার হয়ে যাওয়ায় ধরনা তুলে নেওয়া হয়। জানা গেছে, অংশুমানের অবস্থা এখন স্থিতিশীল। তবে তার শরীরে এখনও ব্যথা রয়েছে। ২৬ এপ্রিল রাত ৮টা নাগাদ প্রাইভেট টিউশন পড়তে গিয়ে খাতা আনতে ভুলে গিয়েছিল অংশুমান। খাতা না আনার অপরাধে পুরো শরীরে বেতের ঘা মেরে লাল দাগ করে সেই ভুলের সাজা দিয়েছিলেন তার প্রাইভেট টিউটর শুভ্রা পোদ্দার।

পুজোর আগেই সল্টলেকে চলবে মেট্রোরেল, জানাল মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ

স্টাফ রিপোর্টার: দুর্গাপুজোকে পাখির চোখ করে সেক্টর ফাইভ থেকে সল্টলেক স্টেডিয়াম অবধি মেট্রো পরিষেবা চালু করতে চাইছে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ (কেএমআরসিএল)। দিন দশেকের মধ্যে বেঙ্গালুরু থেকে আরেকটি রেক চলে এলে পুরোদমে শুরু হবে ট্রায়াল রান। তবে এসে যাওয়া একটি রেক ট্র্যাকে বসানোর কাজ শুরু হয়েছে ইতিমধ্যেই। ট্রায়াল রানের শেষে এই মেট্রো সেক্টর ফাইভ থেকে সল্টলেক স্টেডিয়াম পর্যন্ত চলবে। মেট্রোর মধ্যে সমস্ত অত্যাধুনিক পরিষেবা মিলবে। যেমন সিসিটিভি, ফোন চার্জের ব্যবস্থা ও সিনিয়র সিটিজেন এর জন্যে হুইল চেয়ার রাখার ব্যবস্থা।

এই নতুন রেকে বিশেষভাবে যাত্রী সুরক্ষার দিকে নজর দিচ্ছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। কোনও আপতকালীন পরিস্থিতিতে যাতে যাত্রীরা সরাসরি চালকের সঙ্গে বলতে পারেন এর জন্য বিশেষ সুইচের ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে প্রতিটি কম্পার্টমেন্টে দরজার পাশে। পুশ অ্যাড টক সিস্টেমের এই সুইচের মাধ্যমে একদিকে যেমন যাত্রীরা সরাসরি যোগাযোগ করতে পারবেন গাড়ির চালকের সঙ্গে, অন্যদিকে কোনও

সমস্যা হলে সেটা চালকের কাছে জানতে পারবেন কিংবা তাঁকে জানাতে পারবেন যাত্রীরা।

মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই মেট্রোরেলগুলিতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। এলইডি লাইট স্টে অফ দি আর্ট সিস্টেম ব্যবহার করা হয়েছে। আপাতত সর্বনিম্ন আড়াই মিনিটের দূরত্বে চলবে একটি মেট্রো ট্রেন এবং ভবিষ্যতে এটি ৯০ সেকেন্ডের ব্যবধানে নামিয়ে আনার পরিকল্পনা চলছে। তবে যাত্রীর সংখ্যা বিবেচনা করেই রেক বাড়ানো হবে। আপাতত আড়াই মিনিটের বেশি ব্যবধানেই চলবে ট্রেন। অন্যদিকে প্রথম দিকে প্রতিটি রেকে একজন চালক থাকবেন। ট্রায়াল রান ও প্রথম দিকে কিছু দিন যাওয়ার পর সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ভবিষ্যতে চালক বিহীন অর্থাৎ পুরোপুরি স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালানো হবে মেট্রো। এই পরিষেবা শুরু হবে কমিউনিকেশন বেসড ট্রেন কন্ট্রোল সিস্টেমের মাধ্যমে। যার ফলে দুটি ট্রেনের মধ্যে দূরত্ব কম থাকবে। চালকরা নিজেদের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান করতে পারবেন। ফলে ট্রেন লেট কম হবে।

যাতে অনেক যাত্রী একসঙ্গে মেট্রোয় সুরক্ষিতভাবে যাতায়াত করতে পারে তার জন্যে মেট্রোর ভেতরের জায়গাও অনেক বড় করা হয়েছে এবং দরজাগুলিও চওড়া করা হয়েছে। এই মেট্রোয় একটা একটা বগিতে প্রায় ৩৫০ জন এর মত যাত্রী সুবিধেজনকভাবে যাতায়াত করতে পারবে। মেট্রোর চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়র প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, "নতুন এই রেকের দ্রুত টায়াল রান শুরু করবে। যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য এবং যাত্রী নিরাপত্তার দিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়েছে।

নতুন এই রেকের কোচে ৪৩ জন যাত্রী বসতে পারবেন এবং সর্বোচ্চ ৩৫৪ জন দাঁড়াতে পারবেন। লাইনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার প্রবণতা থাকে মেট্রোতে। যাত্রী কারেন্টের শক খাবেন না সেরকম ব্যবস্থা থাকছে। জুলাইয়ের শেষে আসছে তৃতীয় রেক"।

বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিপজ্জনক গাছ কাটার উদ্যোগ নিতে চলেছে পুরসভা

স্টাফ রিপোর্টার: শহরে ঝড় সহ বৃষ্টি হলেই গাছ পড়ে ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে প্রচুর মানুষের। তারই সঙ্গে গাছ পড়ে থাকার ফলে যানজট। এইরকম প্রাকৃতিক বিপর্যয় জনিত ক্ষয়ক্ষতি আরও কমাতে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিপজ্জনক গাছ কাটার উদ্যোগ নিচ্ছে কলকাতা পুরসভা। এজন্য অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রশিক্ষিত কর্মী নিয়োগের কথা ভাবছে পুরসভা। গাছ পড়ে মৃত্যুর মতো মর্মান্তিক ঘটনাও ঘটেছে। কিছুদিন আগেই জোড়া ঝড়ে লণ্ডভণ্ড হয়েছে তিলোত্তমা।

**প্রায় ৬ জন মানুষের মৃত্যুও ঘটেছে। আবার রাস্তার মাঝে গাছ পড়ে থাকলে তা সরাতে তিনদিন পর্যন্ত সময়ও লেগে যায়। পর্যাপ্ত কর্মীর অভাবে বেশ কিছু জায়গায় বিপজ্জনক ভাবে হেলে থাকা গাছের ডালপালা কেটেই ক্ষ্যান্ত থাকতে হয়েছে পুরসভার উদ্যান বিভাগকে। গাছ রক্ষণাবেক্ষণের গাফিলতির পাশাপশি, পরে থাকা গাছ দ্রুত রাস্তা থেকে না সরাতে পারার জন্য সমালোচনার মুখেও পড়তে হয়েছে পুরসভাকে। তাই আগামী দিনে এই রকম অবস্থার মুখোমুখি যাতে না পড়তে হয় এবং পরিস্থিতির মোকাবিলা কীভাবে করা যায় এই নিয়ে আলোচনায় বসে পুরসভার উদ্যান বিভাগ। এই নিয়ে মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা হয় বলেই জানা গেছে। সূত্রের খবর, উদ্যান বিভাগের তরফ থেকে মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়কে আরও প্রশিক্ষিত কর্মী নিয়োগের পাশাপাশি আধুনিক যন্ত্রপাতি কেনার প্রস্তাব দেওয়া হয়। আরও জানা গেছে, পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত কর্মীর অভাবে গাছ কেটে তা সরাতে দেরি হচ্ছে এই যুক্তি দেখিয়ে, প্রয়োজনে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও সুন্দরবনে গিয়ে শিবির করে লোক নিয়োগের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে মেয়রকে। পুর সূত্রে খবর, যন্ত্র কেনার জন্য অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করাতে মেয়র রাজি রয়েছেন তবে লোক নিয়োগের বিষয়টি বিবেচনায় রেখেছেন তিনি। উদ্যান বিভাগের এক আধিকারিক জানান, 'প্রশিক্ষিত লোক নিয়োগ প্রয়োজন গাছ কাটার জন্য।' তিনি আরও জানান, পুরসভার আপদ কালীন পরিস্থিতি মোকাবিলায় ১৮ টি দল রয়েছে। প্রতিটি দলে ৫ জন করে সদস্য আছেন। আরও ৫ জন করে সদস্য বাড়ানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।' প্রয়োজনে সিভিক ভলান্টিয়ারদের এই কাজে নিয়োগ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বলেও ওই আধিকারিক জানান।

তিনি আরও জানান, পুরসভা অনুমোদন দিলে ঠিকাদার সংস্থা নিয়োগ করে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, সুন্দরবন থেকে লোক নিয়োগ করা হবে। এর পাশাপাশি কলকাতা পুলিশ ও রাজ্য দমকল দফতরকে যে সংস্থা আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে, সেই সংস্থার সঙ্গে আলোচনা করছে কলকাতা পুরসভা।